বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএফআরআই)

বর্ষ-০৪ সংখ্যা-০১

জুলাই - সেপ্টেম্বর ২০১৮

নিউজলেটার

বন ও বনজ সম্পদের গবেষণায় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন

ঔষধি উদ্ভিদের জার্মপ্লাজম সংরক্ষণে ড. রফিকুল হায়দার এর মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর জাতীয় পুরস্কার-২০১৭ অর্জন

বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট, চট্টগ্রাম এর গৌণ বনজ সম্পদ বিভাগের বিভাগীয় কর্মকর্তা ড. রফিকুল হায়দার ঔষধি উদ্ভিদের জার্মপ্লাজম সংরক্ষণের জন্য বৃক্ষ গবেষণা/ সংরক্ষণ/ উদ্ভাবন ক্যাটাগরীতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর জাতীয় পুরস্কার- ২০১৭ এ ১ম পুরস্কার লাভ করেন। বিএফআরআই দীর্ঘ দিন যাবৎ ঔষধি উদ্ভিদের জার্মপ্লাজম সংরক্ষণ করে আসছে। ড. রফিকুল হায়দার ২০১০ সালে গৌণ বনজ সম্পদ বিভাগের দায়িত্ব গ্রহণের পর হতে তাঁর নিবিড় তত্ত্বাবধানে এ বিভাগ এ পর্যন্ত ২২১ প্রজাতির ঔষধি উদ্ভিদ সফলতার সাথে সংরক্ষণ করতে সক্ষম হয়েছে। ২২১ প্রজাতির মধ্যে ১২৩ প্রজাতির বহুবর্ষজীবি ও ৯৮ প্রজাতির বর্ষজীবি ঔষধি উদ্ভিদ রয়েছে, তন্মধ্যে ৭৫টি বৃক্ষ, ৫২টি গুল্ম, ৬৮টি বিরুৎ এবং ৩৬টি আরোহী (Climber) উদ্ভিদ। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে ঔষধি উদ্ভিদের জার্মপ্লাজম সংরক্ষণ একটি সময় উপযোগি পদক্ষেপ। ঔষধি উদ্ভিদের জার্মপ্লাজম একদিকে যেমন ঔষধি উদ্ভিদকে বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা করবে অন্যদিকে এটি ভবিষ্যত বংশবৃদ্ধির প্রয়োজনে কাজে লাগানো যাবে। বিজ্ঞানীদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ঔষধি উদ্ভিদের জার্মপ্লাজম সংরক্ষণ আগামী দিনগুলোতে আরো জোরদার হবে মর্মে আশা করা যায়। গবেষণায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর জাতীয় পুরস্কার প্রাপ্তি বন গবেষণা ইনস্টিটিউটের ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এ পুরস্কার প্রাপ্তি বিএফআরআই এর বিজ্ঞানীদের গবেষণা কাজকে আরো গতিশীল হতে উৎসাহিত করবে এ কথা দৃঢ়তার সাথে বলা যায়।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর হাত থেকে ড. রফিকুল হায়দারের পুরস্কার গ্রহণ

নীলফামারি জেলার ডোমার উপজেলায় বিএফআরআই এর আঞ্চলিক বাঁশ গবেষণা ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন

গত ৯ আগস্ট ২০১৮ খ্রি. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে বন গবেষণা ইনস্টিটিউট, চট্টগ্রাম কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন নীলফামারি জেলার ডোমার উপজেলায় আঞ্চলিক বাঁশ গবেষণা ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র শীর্ষক প্রকল্পের নির্মাণ কাজের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় সচিব জনাব আবদুল্লাহ আল মোহসীন

আঞ্চলিক বাঁশ গবেষণা ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে সচিব মহোদয় ও অন্যান্য অতিথিবৃন্দ

চৌধুরী। উক্ত অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) জনাব মো. মোজাহেদ হোসেন, বিএফআরআই এর পরিচালক ড. খুরশীদ আকতার এবং বগুড়া অঞ্চলের বন সংরক্ষক জনাব আব্দুল আউয়াল সরকার। এছাড়াও ডোমার উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, পরিবেশ অধিদপ্তর, রংপুর, বিভাগীয় বন কর্মকর্তা, রংপুর, উপজেলা পরিষদের সকল সরকারি অফিসের প্রধানগণ, ডোমার থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, পৌরসভার মেয়র, বন বিভাগ, স্থানীয় বাঁশচাষি ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গসহ, বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেকট্রিক মিডিয়ার সাংবাদিকবৃন্দ উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন শেষে এ উপলক্ষ্যে আয়োজিত মতবিনিময় সভায় সচিব মহোদয় বলেন কৃষি নির্ভর নীলফামারি জেলায় আঞ্চলিক বাঁশ গবেষণা ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিশেষ উদ্যোগ। ২০১৩ সালে বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসকদের সম্মেলনে উন্মুক্ত আলোচনাকালে নীলফামারি জেলার ডোমার উপজেলা বাঁশ চাষের জন্য উপযোগি এবং এ অঞ্চলে একটি বাঁশ গবেষণা ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা হলে এ অঞ্চলের জনগণ আর্থিকভাবে উপকৃত হবে বলে মত প্রকাশ করেন। এর আলোকে আঞ্চলিক বাঁশ গবেষণা ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটি স্থাপন করা হয়। এ অঞ্চল বাঁশ চাষের উপযোগি, তাই এ রকম একটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের ফলে জনগণের মধ্যে বাঁশ চাষের প্রবণতা বৃদ্ধি পাবে এবং ভবিষ্যতে আমরা দেশের চাহিদা মিটিয়ে বৈদেশিক বাজারে বাঁশ ও বাঁশজাত দ্রব্যাদি রপ্তানি করতে পারব। তিনি প্রকল্প বাস্তবায়নে সকলের সহযোগিতা কামনা করেন এবং প্রকল্পটি বাস্তবায়ন হলে পিছিয়ে পড়া জনগণ বাঁশচাষে অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হবে এবং এলাকার আর্থসামাজিক উন্নয়নের জন্য সুফল বয়ে আনবে বলে মত প্রকাশ করেন। অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) তাঁর বক্তব্যে বলেন, এ প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে স্থানীয় জনগণ বাঁশচাষ, ব্যবস্থাপনা এবং ব্যবহারিক বিভিন্ন প্রযুক্তির মধ্যেমে বাঁশচাষে আরো উদ্বুদ্ধ হবে। প্রকল্পটি অত্র এলাকায় স্থাপনের নির্দেশনা প্রদানের জন্য স্থানীয় জনগণ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। এ প্রকল্পটি স্থানীয় জনগণের অনেক দিনের প্রত্যাশিত, যাহা স্থানীয় জনগণের মধ্যে বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনা ও আশার সঞ্চার করেছে। বাঁশের চাষ, ব্যবস্থাপনা, বাঁশের মূল্যবান দ্রব্য সামগ্রী তৈরি এবং বাঁশ বিষয়ক উদ্ভাবিত প্রযুক্তিসমূহ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে স্থানীয় জনগণের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

বাঁশ কোঁড়লের পুষ্টি ও ঔষধি গুণাগুণ

বাঁশ আমাদের অতি পরিচিত ও প্রয়োজনীয় উদ্ভিদ। পৃথিবীর সবচেয়ে দ্রুত বর্ধনশীল উদ্ভিদটির বহুমুখী ব্যবহার রয়েছে। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত মানুষের বাঁশের প্রয়োজন হয়। বাঁশ দারিদ্র দূরীকরণ, শিল্পায়ন এবং টেকসই গ্রামীণ উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। ঘরবাড়ি, আসবাবপত্র, চপস্টিক, কুটিরশিল্প, মাছ ধরার উপকরণ, পাল্প, পেপার, রেয়ন, চারকোল ও ভিনেগার তৈরিতে কাঁচামাল হিসাবে বাঁশের ব্যবহার অপরিসীম। বাঁশের সদ্য গজানো কোঁড়ল এ রয়েছে উচ্চমানের পুষ্টি ও ঔষধি গুণাগুণ। এর ফলে আধুনিক সমাজে খাদ্য হিসাবে বাঁশ কোঁড়লের ব্যবহার দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। যে কারণে বাঁশ কোঁড়লকে "King of health keeping food" বলা হয়। খাদ্যদ্রব্য হজমকরা, পাকস্থলী ও অন্ত্র পরিষ্কার রাখা, চর্বি কমানো, কোষ্ঠ্যকাঠিন্য দূরীকরণ, গলস্টোন নিরাময় ও কোলন ক্যান্সার রোগ নিরাময়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। দুই সপ্তাহ বয়সের সদ্য গজানো বাঁশের কোঁড়লের ভিতরের অংশ আদর্শ সবজি। এছাড়াও এটি থেকে বিভিন্ন খাদ্য আইটেম যেমনঃ স্ন্যাক্স, সুপ, চিপস্ ইত্যাদি তৈরি করা যায়। বর্তমানে একই সাথে কাঠ ও খাদ্য উৎপাদনের উৎস হিসাবে বাঁশকে একবিংশ শতাব্দীর একটি গুরুত্বপূর্ণ ফসল হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে। সুস্বাদু এবং পুষ্টিকর খাদ্য হিসাবে বাঁশ কোঁড়লে রয়েছে প্রচুর ফাইবার। স্বল্প ফ্যাট এবং ক্যালরি শরীরের কোলস্টেরলের মাত্রা এবং কোলন ক্যান্সার নিয়ন্ত্রণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে। বাঁশ কোঁড়ল পটাশিয়ামের ভাল উৎস হওয়ায় হৃদযন্ত্র সবল ও রক্ত চাপ নিয়ন্ত্রন করে থাকে। ইহা ডায়াবেটিস, এ্যাজমা, অ্যাসসাইটিস

৩য় পৃষ্ঠায়...

বাঁশ কোঁড়ল

স্থানীয় বাজারে বিক্রি

কোঁড়লের তৈরি খাদ্য

ও নেফ্রোইটিস নিয়ন্ত্রনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সাধারণত বাঁশ কোঁড়ল সবজি হিসাবে রান্না করে খাওয়া হয়। তবে বাংলাদেশে কয়েকটি প্রজাতির (মুলি, ওরা ও পেঁচা) বাঁশের কোঁড়ল রান্না ছাড়াই সালাদ হিসাবে খাওয়া যায়। বাঁশ কোঁড়লের পুষ্টি ও ঔষধি গুণের জন্য বিশ্বের অনেক দেশ যেমনঃ চীন, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, ভিয়েতনাম, থাইল্যান্ড ও হংকং বাণিজ্যিকভাবে বাঁশ চাষ ও বাঁশ কোঁড়ল উৎপাদনের মাধ্যমে বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা আয় করছে। বর্তমানে চীন ও থাইল্যান্ড আন্তর্জাতিক বাজারের পুরোটাই নিয়ন্ত্রন করছে। বাংলাদেশে প্রাপ্ত বাঁশ প্রজাতি গুলোর মধ্যে মুলি, ওরা, পেঁচা, ফারুয়া, ব্রান্ডিসি ও ভুদুম বাঁশের কোঁড়লের পুষ্টিমান উচ্চ পর্যায়ে রয়েছে। বর্তমানে দেশের পার্বত্য অঞ্চলে বসবাসকারী উপজাতি জনগোষ্ঠী এ জাতীয় বাঁশ চাষ ও স্থানীয় বাজারে বাঁশ কোঁড়ল বিক্রির মাধ্যমে আর্থিকভাবে লাভবান হচ্ছে।

উৎস ঃ ড. মো. মাহবুবুর রহমান, বিভাগীয় কর্মকর্তা, সিলভিকাচার জেনেটিক্স বিভাগ।

মো. জাহাঙ্গীর আলম এর বিভাগীয় কর্মকর্তা (প্রশাসন) এর অতিরিক্ত দায়িত্ব গ্রহণ

গত ১২ জুলাই ২০১৮ খ্রি. পরিবেশ,বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের আদেশক্রমে মো. জাহাঙ্গীর আলম বিএফআরআই এর বিভাগীয় কর্মকর্তা (প্রশাসন) পদে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি ১৯৮৮ খ্রি. অত্র প্রতিষ্ঠানে রিসার্চ অফিসার পদে যোগদান করেন। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় হতে উদ্ভিদবিজ্ঞান বিষয়ে তিনি কৃতিত্বের সহিত বি.এসসি (অনার্স) ও এম.এসসি ডিগ্রি অর্জন করেন। এছাড়াও তিনি ফেডারেল রিপাবলিক অফ জার্মানি হতে Advanced Professional Training in Forestry বিষয়ে উচ্চতর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। তিনি দেশি বিদেশি বিভিন্ন সেমিনার ও সিম্পোজিয়ামে অংশগ্রহণ করেন। তিনি Silviculture, Non-timber Forest Products, Plant Science and Biodiversity Management বিষয়ে অভিজ্ঞ। তিনি বিজ্ঞান সমিতির সদস্য ও বোটানিক্যাল সোসাইটির আজীবন সদস্য। তিনি সুইজারল্যান্ড, বেলজিয়াম, নেদারল্যান্ড, ফ্রান্স, চীনসহ বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করেন। এ পর্যন্ত তাঁর ৫০ টির অধিক বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ বিভিন্ন দেশি বিদেশি জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে।

কুমিল্লার বার্ড এ বিএফআরআই কর্তৃক উদ্ভাবিত প্রযুক্তি পরিচিত বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

গত ১৮ সেপ্টেম্বর ২০১৮ খ্রি. বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বার্ড) কুমিল্লায় বিএফআরআই কর্তৃক উদ্ভাবিত প্রযুক্তি পরিচিতি বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বার্ড এর পরিচালক ড. এম মিজানুর রহমান। কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন বিএফআরআই এর বিভাগীয় কর্মকর্তা জনাব মোহাম্মদ শহীদ উল্যা। বন ব্যবস্থাপনা উইং ও বনজ সম্পদ উইং এর প্রযুক্তি সমূহ পাওয়ার পয়েন্টে উপস্থাপন করেন যথাক্রমে বিভাগীয় কর্মকর্তা ড. মো. মাহবুবুর রহমান এবং ড. মোহাম্মদ জাকির হোসাইন। প্রধান অতিথি তাঁর বক্তব্যে বিএফআরআই এর সাথে বার্ড এর সমন্বয়ের উপর গুরুত্বারোপ করেন। বিএফআরআই এর উদ্ভাবিত লাগসই প্রযুক্তি সমূহ বার্ডের প্রশিক্ষণ কোর্সে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য বিএফআরআই এর সাথে বার্ডের একটি সমঝোতা স্মারক করার কথা বলেন। সমঝোতা স্মারক সম্পাদনের লক্ষ্যে তিনি বার্ড পরিচালক (কৃষি ও পরিবেশ) ড. শরাফত উল্লাকে আহ্বায়ক করে তাৎক্ষণিক একটি কমিটি ঘোষণা করেন। কর্মশালার পর ঐ কমিটিকে বিএফআরআই এর প্রতিনিধিদের সাথে বসে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের নির্দেশনা প্রদান করেন।

কুমিল্লা বার্ডে বিএফআরআই এর প্রযুক্তি পরিচিতি বিষয়ক কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীবৃন্দ

ঢাকায় অনুষ্ঠিত জাতীয় বৃক্ষমেলায় বিএফআরআই কর্তৃক উদ্ভাবিত প্রযুক্তির স্টল

ঢাকায় অনুষ্ঠিত জাতীয় বৃক্ষ মেলা-২০১৮ এ বিএফআরআই এর অংশগ্রহণ

গত ১৮ জুলাই ২০১৮ খ্রি. হতে মাসব্যাপী ঢাকার আগারগাঁওস্থ বাণিজ্যমেলা মাঠে জাতীয় বৃক্ষরোপণ অভিযান ও বৃক্ষমেলা-২০১৮ অনুষ্ঠিত হয়। মেলার শুভ উদ্বোধন করেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী, উপমন্ত্রী ও সচিবসহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। মেলায় সরকারি, আধাসরকারি প্রতিষ্ঠান ছাড়াও দেশের বিভিন্ন নার্সারির প্রতিনিধিগণ অংশগ্রহণ করেন। ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত কঞ্চিকলম পদ্ধতিতে বাঁশ চাষ, মাতৃবৃক্ষ নির্বাচন, কাঠ ও বাঁশের আয়ুষ্কাল বৃদ্ধি, সহজ পদ্ধতিতে কাঠ শনাক্তকরণ, কোথায় কি গাছ লাগাবেন, বাঁশের যোজিত পণ্য, সৌর শক্তির সাহায্যে কাঠ শুষ্কিকরণ ইত্যাদি প্রযুক্তিগুলো প্রদর্শণ করা হয়। মেলায় গবেষক, শিক্ষক-শিক্ষার্থী, উর্ধ্বতন সরকারি কর্মকর্তাসহ সমাজের বিভিন্ন স্তরের অসংখ্য দর্শনার্থী বিএফআরআই কর্তৃক উদ্ভাবিত প্রযুক্তির স্টল পরিদর্শন করেন এবং তাদের মূল্যবান মতামত প্রদান করেন।

বিএফআরআই এ বৃক্ষরোপণ অভিযান-২০১৮ উদ্‌যাপন

গত ১৮ জুলাই ২০১৮ খ্রি. বিএফআরআই এ জাতীয় বৃক্ষরোপণ অভিযান ২০১৮ উদ্‌যাপন করা হয়। এবারের প্রতিপাদ্য ছিল "সবুজে বাঁচি, সবুজ বাঁচাই; নগর-প্রাণ-প্রকৃতি সাজাই"। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে গত ১৮ জুলাই দেশব্যাপী জাতীয় বৃক্ষরোপণ অভিযান ও বৃক্ষমেলা অনুষ্ঠিত হয়। বৃক্ষমেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মহান মুক্তিযুদ্ধে আত্মোৎসর্গকারী বীর শহীদের স্মরণে সারাদেশে একযোগে ৩০ লক্ষ বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পালনের ঘোষণা দেন।

বিএফআরআই এর পরিচালক হলদু গাছের চারা লাগিয়ে বৃক্ষরোপণ অভিযান ২০১৮ উদ্বোধন করছেন

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর এ পদক্ষেপের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে গত ১৮-২৪ জুলাই ২০১৮ বিএফআরআই এ বৃক্ষরোপণ উদযাপন সপ্তাহ সফলভাবে সম্পন্ন করা হয়েছে। দেশীয় বিলুপ্ত প্রায় প্রজাতির হলদু *(Adina cordifolia)* গাছের চারা লাগিয়ে কর্মসূচির উদ্বোধন করেন অত্র ইনস্টিটিউটের পরিচালক ড. খুরশীদ আকতার। বৃক্ষরোপণ সপ্তাহ উদ্‌যাপন উপলক্ষে ইনস্টিটিউট প্রাঙ্গন থেকে একটি র‍্যালি বের করা হয়। উক্ত র‍্যালিতে ইনস্টিটিউটের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। উদ্বোধনী বক্তব্যে পরিচালক মহোদয় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর এ মহান পদক্ষেপকে সাধুবাদ জানান এবং মহান মুক্তিযুদ্ধের শহীদদের অবদানের কথা কখনোই ভোলা যাবে না যা আমাদের সবার কাছে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে বলে উল্লেখ করেন। তিনি আরও উল্লেখ করেন, এ কর্মসূচির আওতায় রোপিত গাছগুলো শহীদদের প্রতি আমাদের সম্মান এবং ভবিষৎ প্রজন্মের কাছে সংগ্রামের প্রতীক হয়ে থাকবে। পাশাপাশি জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় বনভূমি রক্ষার্থে আরো বেশি বেশি দেশীয় প্রজাতির গাছ লাগানোর আহবান জানান এবং উপস্থিত গবেষকবৃন্দকে এবং সাধারণ জনগণকে গাছ লাগানোর জন্য অনুরোধ করেন। এ কর্মসূচি সফল করতে ইনস্টিটিউটের প্রধান কার্যালয় ছাড়াও সিলভিকালচার রিসার্চ বিভাগ, বীজ বাগান বিভাগ, প্লান্টেশন ট্রায়াল ইউনিট এবং ম্যানগ্রোভ সিলভিকালচার রিসার্চ বিভাগ এর বিভিন্ন গবেষণা কেন্দ্রে দেশীয় বিভিন্ন প্রজাতির (পলাশ, ডুমুর, নাগেশ্বর, বহেরা, হরিতকি, আমলকি, অর্জুন, জালি বেত, সোনালু, পিতরাজ, বৈলাম, গর্জন, শাল, তেলশুর, সিভিট, আগর, রক্তন ইত্যাদি) প্রায় ৩০,০০০ দেশীয় প্রজাতির চারা লাগানো হয়।

ফুলঝাড়ু (*Thysanolaena maxima* Roxb. Kuntze) ঃ পাহাড়ি অঞ্চলে ভূমি ক্ষয়রোধে সম্ভবনাময় ঘাস জাতীয় উদ্ভিদ

ফুলঝাড়ু Poaceae পরিবারের অন্তর্ভুক্ত লম্বা, গুচ্ছাকার, ঘাসজাতীয় উদ্ভিদ। এ উদ্ভিদটি চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রামের রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি, বান্দরবান এবং কক্সবাজার ও সিলেট জেলার পাহাড়ি বনাঞ্চলে প্রাকৃতিকভাবে জন্মায়। ইহা সাধারণত ১০০-১২০ সে. মি. পর্যন্ত লম্বা হয়ে থাকে। সাধারণত নভেম্বর-মার্চ মাসে প্রাকৃতিকভাবে জন্মানো ফুলঝাড়ু সংগ্রহ করা হয়। চট্টগ্রামের স্থানীয় ভাষায় একে ফুলঝাড়ু/ফুরইন, কক্সবাজারের আঞ্চলিক ভাষায় বাটারি, সিলেটের আঞ্চলিক ভাষায় রেমা ঘাস, চাকমা ভাষায় ছুরন ধারা/হুরনধারা ও বোম ভাষায় মিনথফিয়া বলে। বাংলাদেশে মইশ্যা, বিচি/হরিণা, জাতি ও বিনি এ চার প্রজাতির ফুলঝাড়ু পাওয়া যায়।

নার্সারিতে উৎপাদিত রাইজোম এবং পাহাড়ি অঞ্চলে ফুলঝাড়ুর বনায়ন

পাহাড়ি অঞ্চলে মাটি ক্ষয়রোধে ফুলঝাড়ু বিশেষ ভূমিকা রাখে। ফুলঝাড়ু পাহাড়ের মাটি ধরে রাখে এবং গোড়ার শেকড়/রাইজোম মাটি ক্ষয় প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কিন্তু চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে অতিরিক্ত

জনসংখ্যা বৃদ্ধি, শিল্পায়ন, নগরায়ন, জুমের পরিমাণ বৃদ্ধি, পাহাড়ি ভূমিতে আদা, হলুদ, কচু ও আনারস চাষ এবং বনজ সম্পদের অপরিকল্পিত আহরণের ফলে বন ভূমি ধ্বংস হচ্ছে। ফলে ফুলঝাড়ু আজ বিলুপ্তির পথে।

প্রাকৃতিকভাবে ঘাস জাতীয় এ উদ্ভিদটি জন্মালেও রাইজোম কাটিং এর মাধ্যমে কৃত্রিমভাবেও চাষ করা যায়। নার্সারিতে চারা উত্তোলনের জন্য বিশেষ করে মার্চ-এপ্রিল মাসে পাহাড়ি অঞ্চল হতে ৪-৫ বছর বয়সী সুস্থ সবল ফুলঝাড়ুর ঝাড় হতে কোদাল দ্বারা মোথা/রাইজোম (যাতে ১-২ টি সুপ্ত কুঁড়ি থাকে) সংগ্রহ করতে হবে। নার্সারিতে ১ মি. X ৪ মি. বালির বেড তৈরি করে প্রতিটি মোথা ১০ সে.মি. X ১০ সে. মি. দূরত্বে রোপণ করে শুকনা খড় দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। বৃষ্টি না হলে প্রতিদিন ঝরনা দিয়ে পানি দিতে হবে ও আগাছা পরিস্কার করতে হবে। সাত দিনের মধ্যে রোপিত প্রোপাগিউল হতে নতুন কুঁড়ি বের হতে শুরু করবে। এভাবে উত্তোলনকৃত চারা ৩ মাস পর্যন্ত নার্সারিতে রাখতে হবে এবং নিয়মিত পরিচর্যা করতে হবে। জুন-জুলাই মাস ফুলঝাড়ুর চারা লাগানোর উপযুক্ত সময় পাহাড়ি অঞ্চলে ২ মি. X ২ মি. দূরত্বে ২০ সে.মি. X ২০ সে. মি. X ১৫ সে.মি. গর্ত তৈরি করে ৩ মাস বয়সের চারা রোপণ করতে হবে। উক্ত দূরত্বে প্রতি হেক্টরে ২৫০০-২৬০০ টি চারার প্রয়োজন হয়ে থাকে। প্রথম দুই বছরে ২-৩ বার আগাছা পরিষ্কার করতে হবে।

জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে অসময়ে প্রচুর বৃষ্টিপাত হচ্ছে ফলে পাহাড় ধ্বসের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগ সংঘটিত হচ্ছে এবং প্রচুর প্রাণহানি ঘটছে। কিন্তু ঘাস জাতীয় ফুলঝাড়ু থাকলে পাহাড়ের ভূমি ক্ষয় কম হতো এবং পাহাড় ধ্বসের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভব হতো। তাই পরিবেশ সংরক্ষণে যে সব ন্যাড়া পাহাড় আছে সেগুলোতে ব্যাপকভাবে ফুলঝাড়ুর চাষাবাদ করা প্রয়োজন।

উৎসঃ মো. জাহাঙ্গীর আলম, বিভাগীয় কর্মকর্তা, বন উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগ।

পরিবেশ ,বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ে বিএফআরআই এর উপদেষ্টা কমিটির ২৫তম সভা অনুষ্ঠিত

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে গত ২৯ আগস্ট ২০১৮ খ্রি. বিএফআরআই এর ২৫তম উপদেষ্টা কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের সচিব ও বিএফআরআই এর উপদেষ্টা কমিটির সভাপতি জনাব আবদুল্লাহ আল মোহসীন চৌধুরী। সভায় উপদেষ্টা কমিটির সদস্য পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) ড. মো. বিল্লাল হোসেন, জনাব

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ে ২৫ তম উপদেষ্টা কমিটির সভা

আলমগীর মুহাম্মদ মনসুরউল আলম, পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ড. সুলতান আহমেদ, বাংলাদেশ বন শিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন এর চেয়ারম্যান জনাব সীমা সাহা, বাংলাদেশ ন্যাশনাল হারবেরিয়ামের পরিচালক ড. হোসনে আরা, বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব দীপক কান্তি পাল, বন অধিদপ্তরের উপপ্রধান বন সংরক্ষক জনাব মো. জায়েদ হোসেন ভূঁইয়া, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের পরিচালক ড. মো. আবদুল মুঈদ, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব আ. কা. মো. দিদারুল ইসলাম, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের পরিচালক ড. মো. সাইফুল ইসলাম, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল এর সদস্য পরিচালক ড. সুলতান আহম্মেদ, অর্থ বিভাগের উপসচিব মো. ইয়ামীন এবং বিএফআরআই এর পরিচালক ও উপদেষ্টা কমিটির সদস্য-সচিব ড. খুরশিদ আকতার, মুখ্য গবেষণা কর্মকর্তা (বন ব্যবস্থাপনা উইং) ড. মো. মাসুদুর রহমান ও বিভাগীয় কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

বিএফআরআই এর পরিচালক ও উপদেষ্টা কমিটির সদস্য-সচিব ড. খুরশিদ আকতার ২৪তম সভার কার্যবিবরণী সভায় উপস্থাপন করেন এবং উক্ত সভায় ২৪তম উপদেষ্টা কমিটির সভার কার্যবিরণী অনুমোদন করা হয়। সভায় ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের গবেষণা অগ্রগতি বিষয়ে আলোচনা করা হয়। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে প্রস্তাবিত ৮ টি নতুন স্টাডি এবং ৪৩ টি চলমান গবেষণা স্টাডির অনুমোদনসহ চলতি অর্থ বছরের বাৎসরিক বাজেট পর্যালোচনা এবং বিবিধ বিষয় আলোচনা করা হয়। গবেষণা স্টাডি প্রণয়নে কাঙ্খিত ফলাফল বাংলাদেশের উন্নয়নে কিভাবে কাজে লাগানো যাবে এবং উপকারভোগী কে হবে তা প্রতিফলিত করার পরামর্শ প্রদান করা হয়।

চীনে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণ কোর্সে রিসার্চ অফিসার মো. শাহ আলম এর অংশগ্রহণ

চীনের বেইজিং এ অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহণকারীবৃন্দ

গত ১২ জুলাই হতে ০১ আগস্ট ২০১৮ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত বিএফআরআই এর রিসার্চ অফিসার মো. শাহ আলম চীনের বেইজিং এ অনুষ্ঠিত Resource and Environment Protection and Ecocivilization Construction under "the Belt and Road" Initiative for Developing Countries' শীর্ষক প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহণ করেন। এছাড়া বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেইঞ্জ ট্রাস্ট এর হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা মো. আখতারুজ্জামান এবং সহকারী পরিচালক মো. মোস্তফা কামাল প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহণ করেন। উক্ত প্রশিক্ষণে বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা, লাওস, পানামা, ওমান, ইরাক, আজারবাইজান, জিম্বাবুয়ে, দক্ষিণ আফ্রিকাসহ মোট ৯ টি দেশের ৩২ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণে Climate Change বিষয়ের উপর রিসোর্সপার্সনগণ বিস্তারিত আলোচনা করেন। উক্ত প্রশিক্ষণ কোর্স থেকে অর্জিত তথ্য, জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা দেশের উন্নয়নে কাজে লাগানো সম্ভব।

ড. মো. মাসুদুর রহমান এর মুখ্য গবেষণা কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ

গত ৩০ আগস্ট ২০১৮ খ্রি. পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের আদেশক্রমে ড. মো. মাসুদুর রহমান বিএফআরআই এর বন ব্যবস্থাপনা উইং এর মুখ্য গবেষণা কর্মকর্তা হিসেবে যোগদান করেন। তিনি ১৯৯৩ খ্রি. অত্র প্রতিষ্ঠানে সিনিয়র রিসার্চ অফিসার পদে যোগদান করেন। Kuban State Agricultural University, Krasnodar, Russia হতে তিনি কৃষি বিজ্ঞানের উদ্ভিদ প্রজনন বিদ্যায় কৃতিত্বের সহিত এম.এসসি ডিগ্রি এবং একই বিশ্ববিদ্যালয় হতে উদ্ভিদ প্রজনন বিষয়ে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি ম্যানগ্রোভ সিলভিকালচার, জীববৈচিত্র্য সরংক্ষণ এবং Genetics and Tree Improvement বিষয়ে অভিজ্ঞ। All-Union Institute of Plant Industry, St. Petersburg, Russia তে Plant Breeding & Genetics Department এ Senior Researcher হিসেবে কাজ করেছেন। Bangladesh Rural Advancement Committee (BRAC) এর Faculty Member হিসেবে এবং খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের Forestry and Wood Technology Disipline এর বহি-পরীক্ষক ও Ph.D এর Co-supervisor হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। তিনি খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট সদস্য, পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের Regent Board সদস্য এবং International Society for Mangrove Ecosystems, Japan এর আজীবন সদস্য। তিনি দেশি বিদেশি বিভিন্ন সেমিনার ও সিম্পোজিয়ামে অংশগ্রহণ করেন। তিনি রাশিয়া, যুক্তরাজ্য, জার্মানী, পোল্যান্ড, চেক রিপাবলিক, ইটালী, হাঙ্গেরি, বেলজিয়াম, নেদারল্যান্ড, ফ্রান্সসহ বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করেন। এ পর্যন্ত তাঁর ৫২ টি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ বিভিন্ন দেশি বিদেশি জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে।

ভারতের পশ্চিমবঙ্গের AHEAD Initiatives এনজিও কর্মকর্তাদের সাথে বিএফআরআই এর কর্মকর্তাদের মতবিনিময়

AHEAD Initiatives ভারতের পশ্চিমবঙ্গের একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান। সংস্থাটি পশ্চিমবঙ্গসহ ঝাড়খন্ড এবং উড়িষ্যার বিভিন্ন

মতবিনিময় সভায় উপস্থিত অংশগ্রহণকারীবৃন্দ

এলাকায় খাদ্য, পুষ্টি ও জীবন জীবিকার মান উন্নয়ন এবং নারী ও শিশু শিক্ষাসহ বিভিন্ন কর্মকান্ডের সাথে যুক্ত। সাম্প্রতিক সময়ে বিএফআরআই এর ওয়েব সাইট হতে কঞ্চি কলম পদ্ধতিতে বাঁশ চাষ ও বাঁশ ঝাড় ব্যবস্থাপনা বিষয়ক লিফলেট থেকে জ্ঞানার্জন করে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় পরীক্ষামূলক ভাবে বাঁশ চাষ শুরু করেছে এবং আশা ব্যঞ্জক ফলাফল পাওয়া গেছে বলে বিএফআরআই কর্তৃপক্ষকে অবহিত করেন। সংস্থাটির আধিকারিক উপ-সচিব, পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তর মি. সুদীপ্ত পোরেল এবং AHEAD Initiatives এর নির্বাহী পরিচালক মি. সুনিত কুমার স্যানালসহ ৭ জন প্রতিনিধি গত ৪ আগস্ট, ২০১৮ খ্রি. কঞ্চি কলম পদ্ধতিতে বাঁশচাষ, বাঁশ ঝাড় ব্যবস্থাপনা ও নার্সারি উন্নয়নসহ বিভিন্ন গাছ ভিত্তিক জীবন জীবিকার উপর বিস্তারিত প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট, চট্টগ্রাম আগমন করেন এবং গত ৬ আগস্ট,২০১৮ খ্রি. বিএফআরই এর অডিটোরিয়ামে ইনস্টিটিউট এর কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় করেন।

ঢাকায় SME ফাউন্ডেশনে বিএফআরআই কর্তৃক উদ্ভাবিত "বাঁশের যোজিত পণ্যের আসবাব তৈরির প্রযুক্তি" বিষয়ক গোলটেবিল বৈঠক অনুষ্ঠিত

গত ১৩ আগস্ট ২০১৮ খ্রি. ঢাকায় ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প (SME) ফাউন্ডেশন মিলনায়তনে বিএফআরআই কর্তৃক উদ্ভাবিত ''বাঁশের যোজিত পণ্যের আসবাব তৈরির প্রযুক্তি'' বিষয়ক গোলটেবিল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত গোলটেবিল বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন ইনস্টিটিউট এর পরিচালক ড. খুরশীদ আকতার। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জনাব আলমগীর মুহাম্মদ মনসুরউল আলম এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এসএমই ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মো. সফিকুল ইসলাম। স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন বিএফআরআই

ঢাকায় এসএমই ফাউন্ডেশনে অনুষ্ঠিত গোলটেবিল বৈঠকে উপস্থিত অংশগ্রহণকারীবৃন্দ

এর বিভাগীয় কর্মকর্তা ড. ডেইজি বিশ্বাস। উক্ত বৈঠকে বিএফআরআই কর্তৃক উদ্ভাবিত প্রযুক্তিসমূহ উপস্থাপন করেন ইনস্টিটিউট এর পরিচালক ড. খুরশীদ আকতার এবং রিসার্চ অফিসার জনাব মো. মাহবুবুর রহমান। প্রধান অতিথি তাঁর বক্তব্যে বলেন কাঠের বিকল্প হিসেবে বিএফআরআই কর্তৃক উদ্ভাবিত প্রযুক্তি ব্যবহার করে বাঁশের যোজিত পণ্যের আসবাব তৈরি করলে গাছ ব্যবহারের উপর চাপ অনেক কমে যাবে। এতে করে পরিবেশ ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা পাবে। তাই এ প্রযুক্তি ব্যবহার করে বাঁশের যোজিত পণ্যের আসবাব তৈরির জন্য সবাইকে আহ্বান জানান। বৈঠকে রপ্তানী উন্নয়ন ব্যুরো, সোনালী ব্যাংক, জনতা ব্যাংক, এসএমই ফাউন্ডেশনের প্রতিনিধি, বাংলাদেশ ফার্নিচার শিল্প মালিক সমিতির নেতৃবৃন্দ এবং বিএফআরআই কর্তৃক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত উদ্যোক্তাগণ অংশগ্রহণ করেন। উক্ত বৈঠকের মাধ্যমে উদ্যোক্তাদের বিভিন্ন ধরনের সমস্যা সর্ম্পকে অবহিত হওয়া যায়। মন্ত্রণালয়, রপ্তানী উন্নয়ন বুর্যো, এসএমই ফাউন্ডেশন এবং গবেষকগণ কিভাবে সমস্যাগুলো সমাধান করে বিনিয়োগ বান্ধব পরিবেশ তৈরি করতে পারেন এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়।

বিএফআরআই এ জাতীয় শোক দিবস পালিত

গত ১৫ আগস্ট ২০১৮খ্রি. বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট, চট্টগ্রাম এ যথাযোগ্য মর্যাদায় স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ৪৩তম শাহাদাত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস পালন করা হয়। এ উপলক্ষে সকাল ৮ ঘটিকায় ইনস্টিটিউট এর পরিচালক ড. খুরশীদ আকতার এর নেতৃত্বে সর্বস্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের সমন্বয়ে চট্টগ্রাম সার্কিট হাউস হতে শোকর‍্যালি চট্টগ্রাম শহরের বিভিন্ন এলাকা প্রদক্ষিন করে শিল্পকলা একাডেমিতে শেষ হয়। এরপর শোকদিবস উপলক্ষ্যে বিএফআরআই এর অডিটোরিয়ামে এক

শোকদিবসের র‍্যালিতে ইনস্টিটিউটের কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের অংশগ্রহণ

শোকদিবসের আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত

৮ম পৃষ্ঠায়...

আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়। উক্ত আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন বিএফআরআই এর পরিচালক ড. খুরশীদ আকতার। সভাপতি তাঁর বক্তব্যে বলেন বাংলাদেশ সৃষ্টিতে স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর অবদান অনস্বীকার্য। এ জন্য জাতি তাঁকে সারা জীবন কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ রাখবে। তিনি আরও বলেন দেশকে স্বাধীন করতে গিয়ে বঙ্গবন্ধু বিভিন্ন সময়ে জেল-জুলুম ও অত্যাচারের শিকার হয়েছেন। তারপরও দেশের প্রতি ছিল তাঁর অবিচল ভালবাসা। তাই বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠায় এবং তাঁর স্বপ্নকে বাস্তবে রুপদান করার জন্য ইনস্টিটিউট এর সর্বস্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের সচেষ্ঠ হওয়ার এবং নিজ নিজ কর্মে আত্মনিবেদন করার আহ্বান জানান। এছাড়া বিভাগীয় কর্মকর্তা জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর আলম, জনাব মো. রফিকুল ইসলাম, জনাব মোহাম্মদ শহীদ উল্যা, ড. ডেইজী বিশ্বাস ও ড. হাসিনা মরিয়ম, সিনিয়র রিসার্চ অফিসার জনাব মো. মতিয়ার রহমান, ফিল্ড ইনভেস্টিগেটর জনাব মো. মফিজুল ইসলাম, ৩য় শ্রেণি কর্মচারি সমিতির সভাপতি জনাব মো. আবুল মনসুর, জনাব মো. সামসুজ্জামান এবং জনাব মো. আনোয়ারুল ইসলাম বক্তব্য রাখেন। আলোচনা সভা শেষে ১৫ আগস্ট শহীদদের রুহের মাগফিরাত কামনাসহ দেশ ও জাতির কল্যাণ কামনায় দোয়া ও মোনাজাত করা হয়।

চীনে অনুষ্ঠিত জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্সে রিসার্চ অফিসার মো. জুনায়েদ এর অংশগ্রহণ

গত ১-২১ সেপ্টেম্বর ২০১৮ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত বিএফআরআই এর রিসার্চ অফিসার মো. জুনায়েদ চীন সরকার কর্তৃক আয়োজিত চীনের বেইজিং এ অনুষ্ঠিত "Biodiversity Protection and Nature Reserve Management For Officials from Belt and Road initiative Countries in 2018" শীর্ষক প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহণ করেন। বাংলাদেশসহ ১০ টি দেশের (কিউবা, ইরান, উজবেকিস্তান, আজারবাইজান, ইথিওপিয়া, মুজাম্বিক, মাল্টা, বেলারোশ ও শ্রীলঙ্কা) মোট ৩০ জন কর্মকর্তা উক্ত কোর্সে অংশগ্রহণ করেন বাংলাদেশ থেকে বিএফআরআই এর রিসার্চ অফিসারসহ ৩ জন কর্মকর্তা উক্ত প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণে Biodiversity protection & conservation বিষয়ে রিসোর্সপার্সনগণ লেকচার প্রদান করেন। জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে চীন যে সকল কর্মকান্ড গ্রহণ করে বনের পরিমাণ বৃদ্ধি করেছে বাংলাদেশও যদি সে ধরনের কৌশল ও পন্থা গ্রহণ করে তবে বনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে এবং জীববৈচিত্র্য সংরক্ষিত হবে বলে আশা করা যায় ।

চীনের বেইজিং এ অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহণকারীবৃন্দ

সুন্দরবন সংরক্ষণ ও বনায়ন কৌশল বিষয়ক দিনব্যাপি প্রশিক্ষণ কর্মশালা

গত ১৩ আগস্ট ২০১৮ খ্রি. ডুমুরিয়া উপজেলাধীন শাহপুর বাজারে সুন্দরবন সংরক্ষণ ও বনায়ন কৌশল বিষয়ক দিনব্যাপি এক প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কর্মশালায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রঘুনাথপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান জনাব সাকুর খান, মহিলা ইউপি সদস্য জনাবা শ্যামলি হালদার ও ইউপি সদস্য জনাব জাফর আলী। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিএফআরআই এর ম্যানগ্রোভ সিলভিকালচার বিভাগের বিভাগীয় কর্মকর্তা ড. মো. মাসুদুর রহমান। ইউপি সদস্য জনাব জাফর আলী গাছ রোপণ, গাছ সংরক্ষণ ও পরিবেশ উন্নয়নে গাছ-পালার ভূমিকা সম্পর্কে বক্তব্য প্রদান করেন। চেয়ারম্যান তাঁর বক্তব্যে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় গাছের ভূমিকা এবং খাদ্য, বস্ত্র, চিকিৎসা, বাসস্থান ও শিক্ষায় গাছ তথা বনায়নের গুরুত্ব এবং সুন্দরবন রক্ষায় সকলকে মনোযোগি হওয়ার জন্য আহ্বান জানান। সভাপতি তাঁর বক্তব্যে সুন্দরবন সংরক্ষণ, পরিবেশ উন্নয়ন এবং জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় বন সৃজনের গুরুত্ব তুলে ধরেন। ম্যানগ্রোভ সিলভিকালচার বিভাগের সিনিয়র রিসার্চ অফিসার ড. আ.স.ম. হেলাল সিদ্দীকি হাতে কলমে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন।

প্রশিক্ষণ কর্মশালায় উপস্থিত অতিথিবৃন্দ

সম্পাদনা ও প্রকাশনা কমিটি

উপদেষ্টা ঃ ড. খুরশীদ আকতার	- পরিচালক	ড. মো.মাসুদুর রহমান	- মুখ্য গবেষণা কর্মকর্তা
মো. জাহাঙ্গীর আলম	- আহ্বায়ক	অসীম কুমার পাল	- সদস্য-সচিব
মো. মতিয়ার রহমান	- সদস্য	মোহাম্মদ মিছবাহ উদ্দীন	- সদস্য
ছৈয়দুল আলম	- সদস্য		

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট
ষোলশহর, চট্টগ্রাম।
E-mail: editorbfrinewsletter@gmail.com, web: www.bfri.gov.bd
ফোন ঃ ০৩১-৬৮১৫৭৭, ৬৮১৫৮৬, ২৫৮০৩৮৮